রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস ব্যাপার টা কি?

যখন আমাদের শরিরের রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলি কিছু জিন গত গণ্ডগোলের জন্য আমাদেরি শরিরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গতে গিয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে তখন আমরা এই ঘটনা টা কে বলে থাকি অটইম্মুনিটি। রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস একটি অটইম্মুন রোগ যেখানে আমাদের হাতে এবং পায়ের ছোট ছোট গিঁট গুলি তে প্রদাহ হয় এবং আমরা ব্যাথা অনুভব করি এবং গিঁট গুল ফুলেও যায়। মাত্র ৮ থেকে ১৪% রুগিরা ওষুধে বা বিনা অষুধে ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় অনুভব করে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ সারে না কিন্তু সঠিক ওষুধ সেবন করলে, উপশম পাওয়া যায়।

কেন হয়?

আমাদের রোগপ্রতিরোধ করার কাঠামো মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই ধিরে ধিরে তইরি হয় এবং যে সমস্ত কোষ গুলির অটইম্মুন প্রদাহ করার প্রবনতা আছে, তাদের কে আমাদের শরির নষ্ট করে দেয় এবং জন্মানর পর থেকে এবং বয়স বারার সাথে সাথে এদের কে আমাদের শরিরে পাওয়া যায় না। তাই সাধারনত আমাদের কারুর এই ধরনের রোগ দেখা যায় না। কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রদাহজনক কোষ গুলির অস্তিত্ব আমাদের শরিরে থেকে যায়। এবং বয়স বারার সাথে সাথে এদের সঙ্খ্যা অ পরভাব দুটই বারেএবং এক সময় আমাদের গিটে গিটে গিয়ে প্রদাহ শুরু করে। কাদের এই রোগ হবে আর কাদের হবে না সেটা আগেয় থেকে নিরধারন করা সম্ভব নয়।

কাদের প্রবন্তা বেশি এবং কেন?

সঠিক ভাবে অঙ্ক কষে এটা বলা সম্ভব না যে কাদের এইরোগ টি হবে। তবে ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়েশের মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বাবা বা মায়ের যদি এই রোগ থেকে থাকে তাহলে সন্তানের হওয়ার একটা সুযোগ থেকে যায়। জারা ধুম পান করেন

তাদের ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্বক ক্ষতিকারক হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। ইদানিং আমরা এই রোগটি ২০ থেকে ৪০ বছর বয়েশিদের মধ্যেও বেশি ভাবে দেখতে পাচ্ছি।

এই রোগটি কি বংশগত।

বংশগত শব্দটা ঠিক সঠিক হবে না। বাবা মায়ের মধ্যে রোগটি থাকলে যে সন্তানের হবেই এরকম কন ব্যাপার নয় তবে হওয়ার সম্ভনা টা সাধারন মানুশের থেকে বেশি। এই রোগটি হওয়ার জন্য শতাধিক জিন দায়ি, তাই সনাক্তের শরিরে শব কটি জিন আসবে কি আসবে না সেটা হিশেব করে বলা যায় না।

আর কি উপসর্গ?

প্রাথমিক উপসর্গ হল দুই হাতের এবিং পায়ের ছোট ছোট গিঁট ব্যাথা হাওয়া আর ফুলে জাওয়া। ঘুম থেকে উঠে হাত পা জেন জমে থাকে এবং স্বাভাবিক নাড়াচাড়া করতে ঘন্টা খানেক লেগেই যায়। কমরে ব্যাথা হওয়া এই রোগের লক্ষন নয় তবে ঘাড়ে ব্যাথা বা প্রদাহ হাওয়া টা প্রায়ি দেখা যায়। হাতের কবজি, হাটু, গোড়ালির ব্যাথা প্রদাহ দেখা যায়। সঠিক ভাবে চিকিতসা না করতে এই গিঁট গুলি ক্রমশ বেঁকে যায় জেটা পরের দিকে ঠিক করা দূষকর।